প্রকৃত আলিমের সন্ধানে

আলিমে রব্বানি বনাম আলিমে সূ

ড. আহমদ আলী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوْثِ بِالْحَقِّ هَادِيًا، وَاِلَى الْخَيْرَاتِ دَاعِيًا، اَلْمُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَبِّهِ، وَالْاَمِيْنُ عَلَى وَحْيِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ سَلَكُوْا مَنْهَجَهُ وَاهْتَدَوْا بِهَدْيِهِ، وَعَلَى مَنْ سَارَ عَلَى طَرِيْقِهِمْ وَاقْتَفَى آثَارِهِمْ اِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ وَالنُّشُوْرِ. وَبَعْدُ-

'আলিম' অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি আখ্যা, একটি গৌরবময় পদবি, যা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কেবল তাঁর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের দান করে থাকেন। আলিমগণ হলেন সম্মানিত নবি-রাসূলগণের ওয়ারিশ ও খলিফা। উপরন্তু, আল্লাহ তায়ালার কাছে রয়েছে তাঁদের বহু মর্যাদা ও বিশিষ্ট ফজিলত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَّاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ-

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের (মান-মর্যাদার) স্তরগুলো বুলন্দ করেন। (অর্থাৎ তাদের মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।) তোমরা যা কিছু করো, সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ খবর রাখেন।'[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِه طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَه مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ-

[১] সূরা আল-মুজাদালাহ : ১১

‘যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ পাড়ি দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহের মধ্যে একটি রাস্তা অতিক্রম করান। আর ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর জন্য তাঁদের ডানা বিস্তার করে দেন। এ ছাড়া একজন আলিমের জন্য আসমান ও জমিনের সবকিছুই, এমনকী পানিতে বসবাসকারী মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর ইবাদতে মশগুল ব্যক্তির ওপর আলিমের মর্যাদা পূর্ণিমার রাতে সকল নক্ষত্রের ওপর চাঁদের মর্যাদার মতোই। আলিমগণ হলেন নবিগণের উত্তরাধিকারী। (জেনে রেখ,) নবিগণ কোনো দিনার-দিরহাম (অর্থাৎ অর্থসম্পদ) রেখে যাননি—(যা তাঁদের পরে আলিমগণ উত্তরাধিকারীরূপে তার মালিক হবে); বরং তাঁরা (সম্পদরূপে কেবল) ইলমই রেখে গেছেন। কাজেই যারা তা অর্জন করল, তারা বেশ ভালো সমৃদ্ধি অর্জন করল।’[২]

এই বিশিষ্ট মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী আলিমগণ দুনিয়ায় ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার মতো গুরু কাজ ও দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তাঁরা দ্বীনের ওপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন, জনসাধারণকে সত্য পথের নির্দেশনা দেন, শিক্ষা দান করেন ও পরিশুদ্ধ করেন। বস্তুতপক্ষে আলিমগণ হলেন আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। এই পৃথিবীতে তাঁদের মাধ্যমেই মানুষ সত্যের দিশা পায়, আলোর পথ লাভ করে। তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলে কিংবা কোথাও আচ্ছাদিত হয়ে পড়লে এ পৃথিবী নিকষকালো অন্ধকারে ডুবে যাবে এবং গোটা মানবসমাজ গভীর আঁধারে দিশেহারা হয়ে পড়বে। না তারা সত্যের কোনো সন্ধান পাবে, না কোনো আলোর পথ খুঁজে পাবে। সাইয়্যিদুনা আনাস ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

اِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْاَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدَى بِهَا فِيْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَاِذَا انْطَمَسَتْ النُّجُوْمُ اَوْشَكَ اَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ-

‘পৃথিবীর আলিমগণের উদাহরণ হলো আকাশের নক্ষত্রের মতো, যাদের মাধ্যমে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাওয়া যায়। নক্ষত্রগুলো নিষ্প্রভ বা অদৃশ্য হয়ে গেলে পথ-নির্দেশকরা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে।’[৩]

বিশিষ্ট তাবেয়ি আবু কিলাবাহ [মৃত্যু : ১০৪ হি. (রহ.)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

مَثَلُ الْعُلَمَاءِ مَثَلُ النُّجُوْمِ الَّتِيْ يُهْتَدٰى بِهَا ، وَالْاَعْلَامِ الَّتِيْ يُقْتَدَى بِهَا ، اِذَا تَغَيَّبَتْ عَنْهُمْ تَحَيَّرُوْا ، وَاِذَا تَرَكُوْهَا ضَلُّوْا-

‘আলিমগণের উদাহরণ হলো আসমানের নক্ষত্রের মতো, যাদের মাধ্যমে পথ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁরা এমন মহান দিকনির্দেশক, যাদের পথনির্দেশ অনুসরণ করা হয়। যদি তাঁরা

---

২. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইলম : ১/৩৬৪৩; হাদিসটি সহিহ

৩. আহমাদ, *আল মুসনাদ*, (মুসনাদে আনাস ইবনে মালিক ﵁) : ১২৬০০; আজুররি, আবু বাকর, *আখলাকুল ‘উলামা* : ১৫। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শুআইব আল-আরনাউত (রহ.)-এর মতে, হাদিসটি সূত্রগত দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। তবে ইমাম সুয়ুতি (রহ.)-এর মতে, হাদিসটি ‘হাসান’। (সুয়ুতি, *আল-জামিউস সাগির*, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৮ : ২৪৪১)

অদৃশ্য হয়ে যান, তাহলে লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। আর যদি লোকেরা তাঁদের বর্জন করে, তবে তাঁরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।'[৪]

উল্লেখ্য, কেউ চাইলেই আলিম হতে পারে না; এমনকী সারাজীবন ইলম অর্জনে ব্যাপৃত থাকার পরও কেউ আলিম হতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাকে আলিম হিসেবে কবুল করেন। কাজেই প্রত্যেক মুসলিমের জানা থাকা দরকার, প্রকৃত আলিম কে? তাঁর যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য কেমন এবং তাঁকে চেনার উপায়গুলো কী কী? প্রভৃতি—যাতে সে সত্যিকার আলিমগণের পথ অনুসরণ করতে পারে এবং অসৎ ও ভণ্ডদের থেকে দূরে থাকতে পারে। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মধ্যে ঈমানি চেতনা ও দায়বোধ দিন দিন হ্রাস পাওয়া এবং হন্যে হয়ে দুনিয়ার দিকে ছুটে যাওয়ার ফলে তাদের পক্ষে আলিমদের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ নয়। কারণ, আসল আর নকল, হকপন্থি আর বাতিল বোঝা ও নিরূপণ করার জন্য আগে 'হক কী'—তা বুঝতে ও জানতে হবে। সাইয়্যিদুনা আলি ﵁ বলেন—لَا تَعْرِفُ الْحَقَّ بِالرِّجَالِ اِعْرَفُ الْحَقَّ تَعْرِفُ اَهْلِه 'ব্যক্তির (যশ-খ্যাতি বা পদ-পদবি অথবা বেশভূষা দিয়ে) হককে বুঝতে যেয়ো না; বরং তুমি (আগে) হক সম্পর্কে জানো ও জ্ঞান লাভ করো, তবেই তুমি "আহলে হক বা হকপন্থি" সম্পর্কে জানতে পারবে।'[৫]

অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো, বর্তমানে দ্বীনি ইলমের সঠিক ও প্রয়োজনীয় চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে মানুষ দ্বীনের সঠিক সমঝ ও মূল্যবোধ অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছে। ফলে অজ্ঞতা ও ভুল ধারণাগুলো অনেকের চিন্তা-মননে এমন মারাত্মকভাবে চেপে বসেছে যে, তারা দ্বীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন সেকেলে ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন। উলটো এর বিপরীত নতুন নতুন উদ্ভূত নানা বিদআত ও কুসংস্কারগুলোই দ্বীনের আসল রূপ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে এ অবস্থায় সর্বসাধারণের পক্ষে কে আলিমে রব্বানি, কে আলিমে সূ, কে হকপন্থি আর কে বাতিল; কে সত্যিকার আলিম আর কে ভণ্ড—তা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি উপমহাদেশীয় পরিমণ্ডলে একটি বিষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে, সাধারণ জনগণ তো বটেই, বিদ্বানসমাজও 'আলিম' উপাধিটি যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। কেউ কওমি মাদরাসা থেকে দাওরা পাস করেই আলিম বিবেচিত হচ্ছে, কেউ আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেই আলিম বিবেচিত হচ্ছে, কেউ ইউনিভার্সিটি থেকে আরবি কিংবা ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স পাশ করেই আলিম বিবেচিত হচ্ছে। আবার কেউ কেউ দুই-চারটা হাদিস ও ফিকহের কিতাব পড়েই আলিম বিবেচিত হচ্ছে; অথচ বিষয়টি এত সহজ সমীকরণযোগ্য নয়।

---

৪. ইবনে আবি শাইবাহ, আবু বাকর, *আল মুছান্নাফ ফিল আহাদিস ওয়াল আছার*, (হাদিসু আবি কিলাবাহ রহ.), তাহকিক : মুহাম্মাদ 'আওয়ামাহ, ভারত : আদ দারুস সালাফিয়্যাহ, তা. বি., খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৪৯৬ : ৩৬৩২৬

৫. গাজালি, আবু হামিদ মুহাম্মদ, *ইহয়াউ উলুমুদ্দিন*, বৈরুত : দারুল মারিফাহ, তা. বি. খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৩

সূচিপত্র

আলিমের পরিচয়	**১৭**
ইলম ও আলিমের সংজ্ঞা	১৭
মারিফাত বনাম ইলম	২৪
আলিমের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলি	**২৬**
অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা	২৬
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলি	৩১
আলিমের প্রকারভেদ	**৩৫**
সাধারণ আলিম	৩৫
বিজ্ঞ আলিম	৩৬
বিশেষজ্ঞ আলিম	৩৭
সনদ বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন আছে কি না	৩৭
আলিম চেনার উপায়	৪২
আলিমদের বিভিন্ন উপাধি	৪৫
আমল ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলিমের শ্রেণিভেদ	**৫১**
আলিমে রব্বানির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি	**৫২**
'রব্বানি' শব্দের অর্থ এবং আলিম, হাব্‌র ও রব্বানির মধ্যকার পার্থক্য	৫২
রব্বানি কেবল 'সালেহ' নন; মুসলিহও	৫৫

আলিমে রব্বানির বৈশিষ্ট্যাবলি ৫৭
আল্লাহওয়ালা হওয়া ৫৭
আখিরাতমুখী জীবনযাপন ৫৯
ইলমে দ্বীনের ওপর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হওয়া ৬১
ইলমি মানহাজ ৬২
রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর খলিফাগণের সুন্নত আঁকড়ে ধরা ৬৫
আল্লাহভীরু হওয়া ৬৭
ইলম অনুযায়ী বাস্তব জীবন পরিচালনা ৬৯
ইস্তিকামাত (সর্বপরিস্থিতিতে সত্যের ওপর অটল থাকা) ৭০
সত্যের সাহসী উচ্চারণ ৭৩
নিয়মিত অধ্যয়ন বা ইলম চর্চা ৭৬
দ্বীনের পথে দাওয়াত ও শিক্ষা দান ৭৮
জনগণের অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব দান ৭৮
প্রজ্ঞাবান হওয়া ৭৯
চরিত্রবান হওয়া ৭৯
সাদাসিধে জীবনযাপন ৮১

উম্মাহর প্রতি আলিমে রব্বানির দায়িত্ব-কর্তব্য ৮৫

সত্য তুলে ধরা এবং মানুষের কাছে পৌঁছানো ৮৫
ইলমের অবিমিশ্রতা রক্ষা করা ৮৬
দ্বীনের শিক্ষা দান ও পরিশুদ্ধকরণ (তালিম ও তাজকিয়া) ৮৭
দ্বীনের দিকে দাওয়াত এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে বারণ ৮৮
দ্বীনের বিধিবিধান প্রচার ও ফতোয়া দান ৮৯
উম্মাহর কল্যাণ কামনা ও ঐক্য বজায় রাখা ৯৪
সত্যের ওপর মানুষকে দৃঢ় রাখা ৯৫
অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ১০০
পরামর্শের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান ১০১
উম্মাহর নেতৃত্ব দান ১০২
যুগে যুগে আলিমে রব্বানির অগ্নিপরীক্ষা ১০৪

আলিমে 'সূ'-এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি ১২০

দুনিয়ালোভী ও খ্যাতিপূজারি ১২১

ক্ষমতাবান ও শাসকদের তোষামোদ ও মোসাহেবি ১২৮

আপসকামী ও সুবিধাভোগী ১৩৩

শাসক ও ক্ষমতাশালীদের হাদিয়া : আলিমদের জন্য পরীক্ষা ও বিপদের কারণ ১৩৬

বে-আমল ১৪২

বিলাসী জীবনযাপন ১৪৩

জ্ঞানের অহমিকা, আত্মপ্রীতি ১৪৫

দ্ব্যর্থক ও দুর্বল দলিলের পেছনে ছোটা ১৪৯

কুরআন ও হাদিসের ওপর মনগড়া যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া ১৫১

নিয়মিত জ্ঞানচর্চার প্রতি অনীহা ১৫২

বিদআতের পৃষ্ঠপোষকতা ১৫৩

দাওয়াত ও ওয়াজকে ব্যবসায় পরিণত করা ১৫৭

ওয়াজের বিনিময় গ্রহণ প্রসঙ্গ ১৬২

ফতোয়াকে ব্যবসায় পরিণত করা ১৬৬

ফতোয়ার পারিশ্রমিক গ্রহণ প্রসঙ্গ ১৬৮

হাদিয়া (উপঢৌকন) গ্রহণ প্রসঙ্গ ১৭১

ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ-তুমারকে ব্যবসায় পরিণত করা ১৭৩

সত্য গোপন করা ১৭৪

উম্মাহর মধ্যে বিভেদ-বিভাজন তৈরি ১৭৯

তর্কপ্রিয় ১৮২

অসৎ ও চরিত্রহীন ১৮২

আলিমে সূ'-এর ভয়াবহতা ১৮৬

জঘন্যতম ক্ষতিকর ১৮৬

সর্বগ্রাসী ফিতনা ১৮৮

বড়ো জালিম ১৮৮

দ্বীনের ডাকাত ১৮৯

আলিমে সূ'-এর পরিণতি ও শাস্তি ১৯০
বড়োই অভিশপ্ত ১৯০
কিয়ামতের দিনে আগুনের লাগাম ১৯১
কিয়ামতের দিনে কঠোরতম শাস্তি ১৯২
সহজেই ক্ষমার অযোগ্য ১৯২
জাহান্নামি ১৯৩
জাহান্নামের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ১৯৩
জাহান্নামের কঠিনতম শাস্তি ১৯৪
আহলে কিতাবের আহবার বনাম বর্তমান আলিমসমাজ ১৯৫
হক্কানিয়্যাতের দাবি ১৯৯
আলিমদের পোশাক প্রসঙ্গ ২০৩
উপসংহার ২০৫

আলিমের পরিচয়

ইলম ও আলিমের সংজ্ঞা

'আলিম' শব্দটি আরবি। এটি 'ইলম' থেকে গঠিত কর্তৃবাচক বিশেষ্য। 'ইলম' শব্দটি কখনো ক্রিয়ামূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো ক্রিয়া বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ামূল হিসেবে এর আভিধানিক অর্থ হলো—কোনো কিছু জানা, বোধগম্য হওয়া, কোনো বস্তুর পরিচয় ও গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর ক্রিয়া-বিশেষ্য হিসেবে এর অর্থ—হলো বোধ, জ্ঞান (Knowledge, Wisdom); বিজ্ঞান (Science)। আলিম অর্থ—জ্ঞানী, বিদ্বান, বিজ্ঞানী। কারও কারও মতে, মূলত 'ইলম' হলো—اِدْرَاكٌ (বোধ, চিন্তন বা মানস রচনা), قَوَاعِدٌ (সূত্র ও বিধিসমূহ) ও مَلَكَةٌ (প্রতিভা)-এর সমন্বয়।[৬]

এখানে اِدْرَاكٌ (ইদরাক) দ্বারা কোনো বিষয়ে চিন্তা, উপলব্ধি ও মানস রচনাকে বোঝানো হয়েছে; قَوَاعِدٌ (কাওয়াইদ) বলতে নির্দিষ্ট শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রণীত নানা সূত্র, বিধি ও পরিভাষাগুলোকে বোঝানো হয়েছে; আর مَلَكَةٌ (মালাকাহ) দ্বারা বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য লাভের ফলে অর্জিত দক্ষতা ও পরিপক্বতা থেকে সৃষ্ট প্রতিভাকে বোঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এ مَلَكَةٌ (প্রতিভা/দক্ষতা) প্রচুর চিন্তা ও মানস রচনা এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি হয়। এ মতানুসারে যেকোনো শাস্ত্রীয় জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যক্তিকে 'আলিম' বলা যায়—চাই তিনি পদার্থবিদ হন কিংবা গণিতবিদ হন অথবা চিকিৎসক বা প্রকৌশলী কিংবা শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ হন...। কিন্তু এ গ্রন্থে 'আলিম' দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য যেকোনো শাস্ত্রীয় জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যক্তিকে বোঝানো নয়; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো, ইসলামি শরিয়াহর নির্দিষ্ট পরিভাষায় 'আলিম'-এর পরিচয় তুলে ধরা। অর্থাৎ, ইসলামে 'আলিম' বলতে শারঈ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আলোকিত ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়।

উল্লেখ্য, ইসলামে 'ইলম' একটি অত্যন্ত পবিত্র পরিভাষা। কুরআন ও হাদিসে এর নানা ফজিলতের কথা উল্লেখ রয়েছে। ইসলামে ইলমকে 'নুর' (আলো) বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কাজেই ইলমের জন্য কেবল দ্বীন ও শরিয়াহ সম্পর্কে বেশি জানাটাই মুখ্য বিষয় নয়; বরং যতটুকু জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেই ভিত্তিতে আলোকিত হওয়াটাই মুখ্য বিষয়। সুতরাং আলিম হলো এমন ব্যক্তি, যিনি দ্বীন ও শরিয়াহর জ্ঞান লাভের পাশাপাশি নিজেকে একজন আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তোলেন।

---

৬. থানভি, মুহাম্মদ আলি, *কাশশাফু ইসতিলাহাতুল ফুনুন ওয়াল উলুম*, বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৯৬; পৃষ্ঠা-৪; আবু আবদিল্লাহ আল-হাজিমি, *শারহুল জাওহারিল মাকনুন ফি সাদাফিছ ছালাছাতিল ফুনুন*, পৃষ্ঠা-৭

'ইলম'-এর বিপরীত হলো 'জাহল'।[৭] 'জাহল' অর্থ—অজ্ঞতা, মূর্খতা, অবিবেচকতা। একে 'জুলমাত' (অন্ধকার) বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কাজেই কোনো ব্যক্তি দ্বীন ও শরিয়াহর জ্ঞান লাভ করার পরও যদি নিজেকে একজন আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তুলতে না পারে, মূর্খ ও অবিবেচকের মতো কার্যকলাপ করে, তবে সে যত বড়ো বিদ্বানই হোক, ইসলামে সে জাহেলরূপেই বিবেচিত হবে; আলিমরূপে গণ্য হবে না।

পবিত্র কুরআনে ইলমের প্রসঙ্গে দুটি কথা এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ-

'আপনি বলে দিন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি এক?'[৮]

অনেক মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতে ইলমকে ঈমানের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, ঈমান হলো ইলমের প্রতিফলিত রূপ। অর্থাৎ, যারা আল্লাহর জাত (সত্তা), সিফাত (গুণাবলি) ও এখতিয়ার সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তারাই ঈমান আনে। পক্ষান্তরে যারা এ জ্ঞান রাখে না, তারা ঈমান আনে না। এ মতানুসারে আয়াতের মর্ম হলো—যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাঁর নির্দেশাবলি পালনের মধ্যে কী পুরস্কার রয়েছে তা জানে ও বিশ্বাস করে, আর যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না এবং তাঁর অবাধ্যতার মধ্যে কী শাস্তি রয়েছে তা জানে না এবং তা বিশ্বাসও করে না, তারা উভয়েই সমান নয়।[৯]

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালার ভয়কে আলিমগণের মৌলিক বৈশিষ্ট্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا-

'আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্যে কেবল আলিমরাই তাঁকে ভয় করে।'[১০]

---

৭. ইবনে মানজুর, আবুল ফাদল জামালুদ্দিন, *লিসানুল আরব*, ইরান : নাশরু আদবিল হাওজা, কুম, ১৪০৫ হি., খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪১৬

৮. সূরা আজ-জুমার : ৯

৯. তাবারি, মুহাম্মদ ইবনে জারির, *জামিউল বায়ান ফি তাভিলিল কুরআন*, বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাত, ২০০০, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২৬৮

১০. সূরা ফাতির : ২৮

আলিমের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলি

আলিমের উপরিউক্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা অনুসারে একজন ব্যক্তি 'আলিম' হিসেবে অভিহিত হওয়ার জন্য তাকে কিছু যোগ্যতা ও গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। এই যোগ্যতা ও গুণগুলোকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : ক. অ্যাকাডেমিক, খ. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক।

ক. অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন প্রকৃত আলিম মানেই মুজতাহিদ। জ্ঞান-গরিমা, চিন্তাশক্তি ও উদ্ভাবন ক্ষমতা প্রভৃতি বিচারে যেমন মুজতাহিদগণের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে, তেমনই আলিমগণের মধ্যেও স্তরভেদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ হলেন সাধারণ স্তরের আলিম, কেউ হলেন মধ্যম পর্যায়ের বিজ্ঞ আলিম, আর কেউ হলেন মুজতাহিদের পর্যায়ভুক্ত আলিম। আমরা নিচে একজন সাধারণ স্তরের আলিমের প্রয়োজনীয় একাডেমিক যোগ্যতা তুলে ধরছি।

১. আল কুরআনুল কারিম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান

কুরআন হচ্ছে ইসলামি শরিয়াহর প্রথম ও প্রধান উৎস। সুতরাং আলিম হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে আল কুরআন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উল্লেখ্য, পবিত্র আল কুরআনে উল্লেখিত সকল বিধিবিধান এবং এগুলোর অন্তর্নিহিত মর্ম, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে যেমন তাঁর গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনই পবিত্র কুরআন বোঝার জন্য যে সকল আনুষঙ্গিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় (যেমন : নাসেখ-মানসুখ, আয়াত নাজিলের উপলক্ষ্য ও প্রেক্ষাপট প্রভৃতি), সেসব বিষয় সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।

২. হাদিস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান

কুরআনের পরে ইসলামি শরিয়াহর দ্বিতীয় মৌলিক উৎস হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস। এটি মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক রূপ। অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রে হাদিস ব্যতীত কুরআনের নির্দেশের প্রকৃত রূপ ও মর্মোদ্ধার করাও সম্ভব নয়। কাজেই আলিম হওয়ার জন্য কুরআনের পর হাদিস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বলা বাহুল্য, বর্তমানে হাদিসের অসংখ্য বিশাল বিশাল সংকলন পাওয়া যায়। সেগুলোতে সহিহ-জইফ-মাওজু মিলে অজস্র হাদিস বর্ণিত আছে। যেহেতু কারও পক্ষে সকল হাদিস সম্পর্কে সম্যক

জ্ঞান লাভ করা অনেক দুরূহ ব্যাপার, তাই অন্ততপক্ষে একজন আলিমকে সহিহাইন (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম) ও সুনানে আরবাআতে (সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি, সুনানুত-তিরমিজি, সুনানে ইবনে মাজাহ) উল্লেখিত সকল হাদিস, বিশেষ করে বিধিবিধানসংবলিত সকল হাদিস সম্পর্কে জানতে হবে। তবে এসব হাদিস মুখস্থ থাকা জরুরি নয়। হাদিসটি কোন অধ্যায়ে আছে এবং প্রয়োজনের সময় হাদিসটি সহজে বের করতে পারাটাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। তদুপরি একজন আলিমের জন্য যেমন হাদিসের অন্তর্নিহিত মর্ম, তাৎপর্য ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনই হাদিসের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় (যেমন—হাদিসের মর্যাদা ও শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়সংক্রান্ত জ্ঞান, রাবিদের অবস্থা, নাসেখ-মানসুখ প্রভৃতি) সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। তবে জারহ ও তাদিলবিষয়ক সকল কিছুই মুখস্থ থাকা আলিমের জন্য আবশ্যক নয়; বরং হাদিসের ইমামগণ কর্তৃক রচিত 'জারহ ও তাদিল'-বিষয়ক কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ভালোভাবে জানা থাকা কিংবা হাদিসগুলো সম্পর্কে হাদিসের ইমামগণের বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য জানা থাকা বা প্রয়োজনে খুঁজে বের করতে পারাটাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

৩. ইজমা সম্পর্কে সম্যক অবগতি

ইজমা : অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন, সেসব বিষয়েও একজন আলিমকে অবগত থাকতে হবে। কারণ, সেসব বিষয়ে নতুন কোনো চিন্তা-গবেষণা করার অবকাশ খুব একটা থাকে না; বরং সেসব ক্ষেত্রে সর্বস্বীকৃত মতটিই প্রাধান্য পাবে।

৪. উসুলুল ফিকহ-এর ওপর ব্যুৎপত্তি অর্জন

একজন আলিমকে উসুলুল ফিকহ তথা ইসলামি আইনের ওপর গবেষণা করার মূলনীতি, ইসলামি আইনের মৌলিক ও সম্পূরক দলিলসমূহ এবং এগুলো প্রয়োগের নীতি, পরস্পর সাংঘর্ষিক দলিলসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন বা অগ্রাধিকার দানের নিয়মকানুন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবগত থাকতে হবে।

৫. ইমামগণের উদ্ভাবিত মাসায়েল ও ইখতিলাফ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান

একজন আলিমকে পূর্বসূরি মুজতাহিদ ইমামগণের উদ্ভাবিত মাসায়েল ও ইখতিলাফ সম্পর্কেও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে তিনি তাঁদের মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। যেহেতু কারও পক্ষে পূর্বসূরি মুজতাহিদ ইমামগণের উদ্ভাবিত সকল মাসায়েল ও ইখতিলাফ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অনেক দুরূহ ব্যাপার, তাই অন্ততপক্ষে একজন আলিমকে ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে অবগত হতে হবে। তবে এসব গ্রন্থের সবকটি বিষয় মুখস্থ থাকা জরুরি নয়; বরং প্রয়োজনের সময় মাসয়ালা অনুসন্ধান করে সহজে সমাধান বের করতে পারেন, এতটুকু যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট।